ভোরের কাগজ

1 8 2002
তারিখ ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

আরো বড়ো ধরনের সংঘর্ষের আশঙ্কা

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে ছাত্রদলের দুগ্রুপে সংঘর্ষ, ধাওয়া

রাবি থেকে আবু নোমান সজীব : রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি আবাসিক হলের সিট দখল করাকে কেন্দ্র করে ছাত্রদলের দুটি গ্রুপের মধ্যে গত রোববার গভীর রাতে সশস্ত্র সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। এরই জের ধরে গত সোমবার ক্যাম্পাসে ছাত্রদলের দুটি গ্রুপের মধ্যে পুনরায় সশস্ত্র সংঘর্ষে এবং ধাওয়া পাল্টা ধাওয়ার ঘটনা ঘটে। এ সব ঘটনায় উভয় গ্রুপের মোট ১৫ জন আহত হয়। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে ক্যাম্পাসে ব্যাপকসংখ্যক পুলিশ মোতায়েন করা হলেও পুনরায় যে কোনো সময় রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের ঘটনা ঘটতে পারে।

প্রত্যক্ষদর্শী এবং সংশ্লিষ্ট কয়েকটি সূত্র থেকে জানা যায় শের-ই-বাংলা হলের প-১৭নং কক্ষটি বেশ কিছুদিন খালি পড়েছিল। সম্প্রতি হল কর্তৃপক্ষ কক্ষটি বরাদ্দ দেওয়ার ব্যবস্থা নিলে ছাত্রদলের দুটি গ্রুপ কক্ষটি দখলে নেওয়ার জোর প্রচেষ্টা চালায়। এরই ধারাবাহিকতায় রোববার সন্ধ্যায় ছাত্রদলের রানা কক্ষটির দখল নেয়। কিন্তু এর পরপরই অপর গ্রুপের নেতা নাহিদ রানাকে রোববার রাত দুইটার দিকে তার কক্ষ থেকে ধরে এনে পিটিয়ে আহত করে। একই সময়ে নাহিদ গ্রুপের ক্যাডাররা প-২৬ নং কক্ষটিতে ব্যাপক ভাঙচুর চালায় নাহিদ গ্রুপ এ সময় রানাগ্রুপকে হল থেকে বের করে দেয়।

অপর একটি সূত্র অভিযোগ করে রানাকে যে সময় প-৩৩ নং কক্ষে নিয়ে মারধর করা হয় সে সময় ছাত্রদল ক্যাডার স্বপন, টিপু গোর্কি সহ আরো কয়েক জন সশস্ত্র অবস্থায় ছিল। নাহিদগ্রুপের ক্যাডাররা রানা গ্রুপকে হল থেকে বের করে দেওয়ার সময় রানা গ্রুপের লাল্টু এবং সোহাগ নামের আরো দুজনকে পিটিয়ে আহত করে। রানা গ্রুপের আহত ক্যাডাররা বিশ্ববিদ্যালয় মেডিকেল সেন্টারে চিকিৎসা গ্রহণ করে।

এদিকে রোববার গভীর রাতের ঘটনাকে কেন্দ্র করে গত সোমবার সকাল থেকেই ক্যাম্পাসের পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে পড়ে। এ পরিস্থিতিতে ছাত্রদলের দুজন যুগ্ম আহবায়কের নেতৃত্বে ছাত্র দল নেতারা প্রক্টর দপ্তরে সমঝোতা বৈঠকে বসে। কিন্তু এ বৈঠক কোনো প্রকার সমঝোতা ছাড়াই শেষ হয়। এ বৈঠক শেষ হওয়ার পর পরই ক্যাম্পাসের টুকিটাকি চত্বরের সামনে বেলা সাড়ে ১২টার দিকে রানা গ্রুপের ক্যাডাররা স্থানীয় কাজলার কিছু ছাত্রদল ক্যাডারের সহযোগিতায় নাহিদগ্রুপের উপর সশস্ত্র হামলা চালায়। এ সময় দুগ্রুপের মধ্যে পুনরায় ধাওয়া পাল্টা ধাওয়া এবং সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। ছাত্রদল ক্যাডাররা সংঘর্ষ চলাকালীন সময়ে প্রকাশ্যে আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার করলে ক্যাম্পাসে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। দ্রুত ক্যাম্পাস ছাত্রছাত্রী শূন্য হয়ে পড়ে এ সময় তুহিন, তমাল, সোহেল, সুমন এবং পাপ্পু আহত হয়। এদিকে সংঘর্ষে আহতদের সঙ্গে কথা বললে তারা জানান সংঘর্ষ চলাকালীন সময়ে ছাত্রদল ক্যাডার ডলার এবং রানা প্রকাশ্যে সাটারগান ব্যবহার করে।

এদিকে বেলা দুইটার দিকে নাহিদ গ্রুপের বাবু নামে এক বহিরাগত ক্যাডার তার বাহিনীসহ রানা গ্রুপের উপর হামলা চালিয়ে প্রশাসন ভবনে নিয়ে যায়। এ সময় পুলিশি হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে।

ছাত্রদল সূত্রে জানা যায়, রানা গ্রুপের মদদ দিচ্ছে যুগ্ম আহবায়ক আনোয়ার হোসেন উজ্জ্বল এবং নাহিদ গ্রুপের মদদদাতা অপর যুগ্ম আহবায়ক নুরুজ্জামান লিখন।

শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত ক্যাম্পাসে ছাত্রদলের দুগ্রুপের মধ্যে চরম উত্তেজনা বিরাজ করছিল। ক্যাম্পাসে বর্তমানে বোমাবাজি চলছে। পরিস্থিতির যে কোনো সময় আরো অবনতি ঘটতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। জিন্নাহ গ্রুপ এবং কাজলার স্থানীয় ছাত্রদল ক্যাডারদের সমন্বয়ে উজ্জ্বল গ্রুপ ক্যাম্পাসে সশস্ত্র মহড়া দিচ্ছে।